মেহেরপুরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সচেতনতা বাড়াতে সেমিনার

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ও মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপকারভোগী এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সমন্বয়ে “সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নে অংশীজনদের করণীয়” শীর্ষক একদিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার মেহেরপুর শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

শহর সমাজসেবা অফিসার মোঃ সোহেল মাহমুদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আশাদুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) কাজী মোঃ আবুল মুনসুর এবং প্রবেশন অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ আনিছুর রহমান, মোঃ আরশাদ আলী, মোঃ মাহামুদুল হাসান, জেলা সমন্বয় পরিষদের সভাপতি রাহিনুজ্জামান পলেন ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান কম্পিউটার প্রশিক্ষক এস.এম. রাসেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব।

মেহেরপুরে মাদ্রাসা

শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে কবুতর চুরির মিথ্যা অপবাদে জুনায়েদ আহমেদ নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহত করার ঘটনা ঘটেছে। মাদ্রাসার শিক্ষক জুবায়ের আহমেদ শিশুটিকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। আহত জুনায়েদ বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনীর পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের ফজলুল উলুম ক্বওমী মাদরাসায় শিশু নির্যাতনের এ ঘটনাটি ঘটেছে।

জুনায়েদ আহমেদ ওই মাদ্রাসায় হেফজ নাজেরা বিভাগে অধ্যায়নরত। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে। সাত বছর যাবৎ একই মাদ্রাসাতে সে পড়ালেখা করছেন।

তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রেখে চিকিৎসা চলছে বলে জানান, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল আজিজ। তিনি জানান, শিশু জুনায়েদের পিঠে, বাম পায়ের উরু ও বাম হাতের একটি আঙ্গুলে জখম ও নীলা ফোলা দাগ রয়েছে। তবে, শিশুটি আশংকামুক্ত।

শিশুটি জানান, পরীক্ষার পর তার দুই বন্ধু দুটি কবুতর দিয়েছিল। কবুতর দুটি বাড়িতে রেখে এসেছে। গতকাল রাতে হুজুর জুবায়ের আহমেদ এটিকে চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দফায় দফায় ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেন। এসময় অন্যান্য ছাত্ররা ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়ে। তাকে চিকিৎসা না দিয়ে ঘরে আটকিয়ে রাখে।

মাদ্রাসার পাশের কয়েকজন জানতে পেরে তার মা রিমা খাতুনকে মোবাইল ফোনে জানালে তিনি অভিযুক্ত শিক্ষক জুবায়ের হোসেনের মোবাইল ফোনে ছেলের খোঁজ জানতে এবং কথা বলতে চান। কিন্তু শিক্ষক জুবায়ের তাকে না দিয়ে তালবাহানা করেন। আজ সকালে মাদ্রাসাতে এসে ছেলেকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। এঘটনায় রিমা খাতুন গাংনী থানায় শিক্ষক জুবায়ের হোসেনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক জুবায়ের হোসেন পলাতক রয়েছেন।

গাংনী থানা ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর গ্রামে গ্রামে অ্যানথ্রাক্স আতঙ্ক; ৯ মাসে আক্রান্ত ৪৭৫ জন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে অ্যানথ্রাক্স। চলতি বছরের ৯ মাসে এ উপজেলায় ৪৭৫ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ফলে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। গবাদি পশুর ভ্যাকসিন ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম না থাকায় অ্যানথ্রাক্স দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর, মটমুড়া, সাহারবাটি ও বামন্দী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মানুষের শরীরে অ্যানথ্রাক্সের ক্ষত দেখা দিয়েছে। অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরু-ছাগলের মাংস থেকেই মূলত মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাকটরেরিয়াজনিত রোগের জীবাণু। গ্রাম পর্যায়ে কোন পশু আক্রান্ত হলে তা জবাই করে কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে মাংস। কম দামে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে ছুটে যাচ্ছেন মাংস কিনতে। আক্রান্ত পশুর মাংস কাটা এবং রান্নার সময় সাবধানতা না থাকায় অ্যানথ্রাক্স জীবাণু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মানবদেহে। যার ফলে শরীরের দেখা দিচ্ছে ক্ষত ঘা। প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করায় নিরাময় হচ্ছে না। ক্ষত স্থানের আকার বাড়ার সাথে সাথে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে এসব রোগীদের। অসুস্থ পশু জবাই ও বিক্রি রোধে কোন পদক্ষেপ না থাকায় আশংকাজনকহারে বাড়ছে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা।

গাংনী হাসাপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে উপজেলার ৮ জন রোগী হাসপাতালে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন।

তাদের মধ্যে দেবীপুর গ্রামের ফুলঝুড়ি, মৌসুমী, মোহাম্মদপুর গ্রামের চামেলী,ভবানীপুরের সেলিম, বালিয়াঘাটের তানিয়া, কাজীপুরের আক্কাস আলী, হাড়াভাঙ্গার কামাল হোসেন, রাইপুর গ্রামের রেখা খাতুন।

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের আফাজউদ্দিন জানান, তিনি বাজারে মাংসের ব্যবসা করেন। রোগাক্রান্ত গরুর মাংস নাড়াচাড়া করা কারণে তার শরীরে প্রথমে ক্ষত সৃষ্টি হয়। পরে পরীক্ষা করে অ্যানথ্যাক্স রোগ ধরা পড়ে।

একই গ্রামের আক্কাস আলী জানান, একদিন গরুর মাংস কিনে বাড়ি নিয়ে এসে পিান দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিলাম রান্না করার জন্য। এর পরদিন থেকে শরীরে হাতে চুলকাতে শুরু করে এবং ঘায়ের মত গুটি দেখা যায়। গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে দেখালে তিনি বলেন অ্যানথ্রাক্স হয়েছে। পরে গাংনী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ওষুধ খাচ্ছি।

উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের কামাল হোসেন জানান, তিনি বাজার থেকে গরুর মাংস কিনে আনেন। সেই মাংস নাড়াচাড়া করার কারণে তার শরীরে ছোট ছোট ঘায়ের মত কি যেন দেখা যায় । পরে পরীক্ষা করে জানতে পারেন অ্যানথ্রাক্স হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ফারুক হোসেন জানান, অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে অনেকেই গ্রামে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিলে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর থেকে যায়, যা বিপদজনক। তাই এ ধরণের লক্ষণ দেখা দিলেই ঘরে চিকিৎসা না নিয়ে দ্রæত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেওয়ার আহবান জানান।

গাংনী উপজেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, গবাদী পশুকে শতভাগ ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যাবে। তবে জনবল সংকটের কথা বলছে প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, চামড়ার পাশাপাশি ফুসফুস ও খাদ্যনালীতেও অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত হয়। এর ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সামাজিক সচেতনা তৈরির মাধ্যমে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সচেতনতা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

মুজিবনগরে জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন সোনাপুর গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে সোনাপুর গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আমীর মাও. খানজাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমীর মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ খাইরুল বাসার, সহকারী সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা সমাজ কল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল হক এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন আমীর মাও. ফারুক হোসেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ও গোপালপুরে অ্যাড. কামরুলের

গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের গোপালপুর বাজারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র উদ্যোগে পথসভা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর হক লাভলু, মোশাররফ হোসেন তপু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান (বাবু), আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস বিশ্বাস এবং পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু হোসেন। এছাড়াও পৌর বিএনপি নেতা নাহিদ আহমেদসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগ শেষে বিবিসিকে দেওয়া বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার উপস্থিত নেতাকর্মীদের মাঝে প্রদর্শন করা হয়, যা উপস্থিতদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা যোগায়।

মুজিবনগরে মনোনয়ন প্রত্যাশী আমিরুল ইসলামের গণসংযোগ অব্যাহত

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে অব্যাহত গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন

প্রত্যাশী মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুর ও ঢোলমাড়ি গ্রামে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নসহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার বিকেলে কয়েক শত মোটরসাইকেল ও বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে গণসংযোগের উদ্দেশ্যে রতনপুর ও ঢোলমাড়ি গ্রামে পৌঁছালে দুই গ্রামের নারী-পুরুষ, শিশু এবং স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা তাকে স্বাগত জানান।

তিনি বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুর ও ঢোলমাড়ি গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ, পথসভা ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন। এ সময় তিনি বলেন, ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) ক্ষমতায় নিয়ে এসে দেশ ও জাতির উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

গণসংযোগ চলাকালে দুই গ্রামের বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আমিরুল ইসলাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে মা- বোনদের কাছে ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ারুল হক কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ বাগোয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম বিএনপি নেতাকর্মী, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুরের ৬ নং ওয়ার্ডে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ

ধানের শীষের সমর্থনে মেহেরপুর পৌর এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেছেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মঙ্গলবার বিকেলে শহরের এশিয়া নেট এলাকা থেকে তিনি গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন। পরে ৬ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মতবিনিময় করেন তিনি।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আমরা একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সুন্দর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জাতীয় নির্বাচন সন্নিকটে, ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের নেতা তারেক রহমান ঘোষণা দিয়েছেন, গত ১৬ বছর যারা রাজপথে ছিলেন, পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন, পালিয়ে থেকেও আন্দোলন চালিয়ে গেছেন আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের প্রতীক তাঁদেরই দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরে মাসুম অরুণের নেতৃত্বে আমরা ১৬ বছর শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের জুলুম-নির্যাতন উপেক্ষা করে রাজপথে ছিলাম। আজ কিছু লোক ধানের শীষের কান্ডারী সাজছে আমরা তাদের চিনি, তাদের আমলনামা আমাদের জানা।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র নেতাকর্মীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৃথক মামলায় ৩ আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে পৃথক তিন মামলায় মোঃ লিটনকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, মোঃ মোতালেবকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং মোছাঃ ময়না খাতুনকে দুই বছরের কারাদণ্ড

ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

প্রথম মামলার বিবরণে জানা যায়, আসামীদের সঙ্গে বাদীদের জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। ঘটনার দিন বাদী ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ওজু করতে ঘরের বাইরে বের হলে আসামিরা ওত পেতে থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। বাদীর ডাকচিৎকারে তার স্বামী বাইরে এলে আসামিরা ধারালো ও ভোতা অস্ত্র নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। ১নং আসামী আধলা ইট দিয়ে বাদীর স্বামীর মাথায় আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে, ৩নং আসামী লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং ২নং আসামী গলা টিপে হত্যার চেষ্টা চালায়। বাদী ও তার মাতা ঠেকাতে গেলে তাদেরও মারধর করে আহত করা হয়।

দ্বিতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টার দিকে মোঃ আকবর আলী মোটরসাইকেলে করে দারিয়াপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে পূর্ব শত্রুতার জেরে আসামিরা তার গতিরোধ করে। আসামী লিটন লোহার হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করলে মাথার হাড় ভেঙে যায় ও গুরুতর জখম হয়। পরে অন্যান্য আসামিরা লাঠি ও রড দিয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে।

তৃতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, ঘাস কাটাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে আসামীগণ বাদীর ওপর আক্রমণ চালায়। কিল-ঘুষি, বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে বাদীকে গুরুতর আহত করে। বাদীর চিৎকারে তার দাদা এগিয়ে এলে তাকেও মারধর করে রক্তাক্ত জখম করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার ও বিনষ্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর ভৈরব নদ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করেছে প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদীর কালাচাঁদপুর অংশে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে প্রায় দুই হাজার মিটার অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে উদ্ধারকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন এবং সদর থানার এসআই উজ্জ্বল হোসেন প্রমুখ।

প্রশাসন জানায়, অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে যাতে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে পালিত হলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস।

মঙ্গলবার সকালে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা হয়।

“একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছো, আজ আমি স্বপ্ন গড়ব, স্বযত্নে তোমায় রাখব আগলে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশের ন্যায় গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্যাপিত হয়।

দিবসটি উপলক্ষে কাজিপুর ইউনিয়নের প্রায় শতাধিক প্রবীণ নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা শেষে ৫ জন প্রবীণ নারী ও ৫ জন প্রবীণ পুরুষকে তাদের চলাফেরার সুবিধার্থে লাঠি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কাজিপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি মো. আনজুমান ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর পরিচালক মো. কামরুল আলম, উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো. জামিদুল ইসলাম এবং সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো. রাকিবুল ইসলাম।